বাংলাদেশ ব্যাংক

# ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট
# বাংলাদেশ ব্যাংক

## প্রযুক্তিনির্ভর ও সুরক্ষিত ব্যাংকিংয়ের নতুন দিগন্ত

আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থার রূপান্তরের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। দেশের আর্থিক খাতের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ও অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও সুশাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর ও নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকিং, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং দক্ষ সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। এসব উদ্যোগ দেশের আর্থিক খাতকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই রূপান্তরের পথে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের এই বিশেষ পরিবেশনা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর পথচলারই একটি প্রতিফলক। প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, গ্রাহকবান্ধব অটোমেটেড অ্যাপ্লিকেশন, সুসংহত পলিসি গাইডলাইন এবং আন্তর্জাতিক মানের সাইবার সিকিউরিটি ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থিক খাতকে আরও নিরাপদ, স্বচ্ছ ও গতিশীল করছে।

## নিজস্ব উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও জনগণের পরোক্ষ সেবা

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালিত সিস্টেম/ অ্যাপ্লিকেশনসমূহ উল্লেখ হয়েছে, যেগুলো সরাসরি অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশ, জনগণ, ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সরকারি সেবা ব্যবস্থাকে সহজতর করেছে।

**বাংলাদেশ ব্যাংক** কর্তৃক উন্নয়নকৃত ও বর্তমানে অপারেশনাল সাপোর্টের আওতায় থাকা এপ্লিকেশন সফট্ওয়্যারসমূহ প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা অফিসসমূহে চলমান রয়েছে। উক্ত এপ্লিকেশন সফট্ওয়্যারসমূহ নিয়মিতভাবে এডমিনিস্ট্রেশন, ম্যানেজমেন্ট, ইন্সষ্টলেশন, মোডিফিকেশন, আপগ্রেডেশন, ইউজার সাপোর্ট ইত্যাদি কাজ আইসিটি বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করা হচ্ছে। আলোচ্য এপ্লিকেশন সফট্ওয়্যারসমূহের মধ্যে বেশ কয়েকটি সফট্ওয়্যার বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগ, শাখা অফিস ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে সফট্ওয়্যারসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

- **বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটঃ** অত্র বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে ২০০১ সালে প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা হয়। ওয়েবসাইটের সব তথ্য প্রতিনিয়ত তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ(আপডেট) করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটটিকে আরও আধুনিকায়ন করার নিমিত্তে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য সংযোজন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই তথ্যবহুল ও সর্বজন প্রশংসিত ওয়েবসাইটটি ব্যবহারকারীদের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং আর্থিক বাজার (ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি) পরিচালনায় একটি ডিজিটাল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে নতুন সার্কুলার, নীতিমালা ও সুদের হারের নির্দেশনা পেয়ে থাকে, যা পুরো আর্থিক খাতের নিয়মতান্ত্রিক কার্যপরিচালনা নিশ্চিত করে। সব আর্থিক সূচকের নির্ভরযোগ্য ও উন্মুক্ত তথ্য প্রদান করে এই ওয়েবসাইটটি বিদেশী বিনিয়োগকারী ও ঋণমান সংস্থাগুলোর (Credit Rating Agencies) কাছে দেশের অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করছে।

- **ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম ঃ** এটি একটি অনলাইন চাকুরির নিয়োগ এ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং সিস্টেম যার মাধ্যমে গত ৩১/০৫/২০০৯ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ প্রক্রিয়া,ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি কর্তৃক সরকারি ব্যাংকসমূহের নিয়োগসহ আরও ১৪টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। আবেদনকারীর ছবিসহ আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহন, বাছাই, প্রবেশপত্র তৈরী, দৈবচয়ন পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের আসন বণ্টনসহ সামগ্রিক কাজ উক্ত সফট্ওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রার্থীরা ঘরে বসেই খুব সহজেই অনলাইনে আবেদন, প্রবেশপত্র ডাউনলোড, পরীক্ষার আসন বিন্যাসসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারছেন ।

## আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে ডিজিটাল ইনোভেশনের মাধ্যমে আর্থিক খাতে দায়িত্ব পালন

দেশের আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ইনোভেশন, তথ্যভিত্তিক তদারকি, অনলাইন রিপোর্টিং, ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামো, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পলিসি/গাইডলাইন প্রণয়নের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করছে তা নিম্নরূপঃ

- **ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং সিস্টেমঃ** সম্পূর্ণ অনলাইন এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে বাংলাদেশের Export/Import Foreign exchange সংশ্লিষ্ট ট্রানজেকশনসমূহ মনিটরিং করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য শাখাসমুহ নিজ ডেস্কে বসেই আমদানি (Import), রপ্তানী (Export), C-Form, TM Form-সহ সকল Foreign Exchange Transaction এর তথ্য প্রদান করে থাকে যা সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাটাবেজে যুক্ত হয়। ডাটা Analysis করে বাংলাদেশ ব্যাংক Foreign Exchange সংশ্লিষ্ট ট্রানজেকশনসমূহ মনিটরিং করে থাকে। ব্যাংকগুলোর শাখা সফটওয়্যারটি হতে Letter of Credit (LC) ও Export এর তথ্য National Board of Revenue (NBR) এর ASYCUDA Software-এ Real Time-এ প্রদান করা হয়ে থাকে। এই তথ্যের ভিত্তিতে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ দেশের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ফলে দেশের আমদানি ও রপ্তানী বানিজ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **BB Trade:** রপ্তানিমুখী বৈদেশিক বাণিজ্যে Foreign LC এর বিপরীতে স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে এদেশের এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে যাবতীয় Trade Message SWIFT System এর পরিবর্তে Bangladesh Bank Trade System এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ফলে উক্ত System এর মাধ্যমে সকল ব্যবসার সূচনাসহ সকল ধাপ সম্পাদন করা হবে। এই সিস্টেম চালু হলে প্রতি বছর ৭-৮ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে মর্মে আশা করা যায়।
- **ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং ড্যাশবোর্ডঃ** বাংলাদেশের ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনসমূহের একটি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এই ড্যাশবোর্ড। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/প্রধান নির্বাহীগণ এটি মনিটরিং করতঃ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- **ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট মনিটরিং সিস্টেমঃ** এটি একটি অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম যার মাধ্যমে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে প্রতিদিন আন্তঃব্যাংক এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, বিনিময় হার, এক্সচেঞ্জ হাউজের Deal Rate সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা যায় ।
- **অনলাইন মানিচেঞ্জার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমঃ** বাংলাদেশের মানিচেঞ্জারদেরকে অনলাইনে রিপোর্টিং করার নিমিত্তে Web based এই সিস্টেমটির উন্নয়ন করা হয়েছে। এই সিস্টেমটির মাধ্যমে দেশের মানিচেঞ্জাররা চাহিদা মাফিক বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে

বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে পারছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সিস্টেমের মাধ্যমে মানিচেঞ্জারদের কার্যক্রম মনিটর করে থাকে।

- **Complaint Monitoring System and Mobile Apps:** ব্যাংকের গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য Web based এ সিস্টেম উন্নয়ন করা হয়েছে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কারণে কোন গ্রাহক হয়রানির শিকার হলে তার প্রতিকার লাভের জন্য এই সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগে কমপ্লেন করতে হয়। সম্প্রতি এ বিষয়ক একটি মোবাইল অ্যাপসও উন্নয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে গ্রাহকগন তাদের মোবাইল থেকেও এ বিষয়ক কমপ্লেন করতে পারবে।
- **Agricultural Credit MIS (ACMIS):** Agri Credit MIS তথা "agrimis" বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি, কৃষি সরঞ্জাম, দারিদ্র্য বিমোচন, মহিলা ও সফল চাষী, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেওয়া বিতরনকৃত ঋণ এবং এসকল ঋণ সম্পর্কিত বিভিন্ন মামলার কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবীক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের উল্লিখিত ঋণ বিতরণ, আদায়, বকেয়া এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যাংক, খাত ও অঞ্চলভিত্তিক কৃষি ঋণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। সংগৃহীত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রক তদারকিতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। সামগ্রিকভাবে, এ ব্যবস্থা কৃষিখাতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণপ্রবাহ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **ডিপোজিট ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম সিস্টেম (আমানত তহবিল)ঃ** ব্যাংকের গ্রাহকদের আমানত সুরক্ষার লক্ষ্যে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ট্রাস্ট ফান্ড (আমানত বীমা তহবিল) ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্টিং ও এ্যানালাইসিস সম্পর্কিত ইনফরমেশন সিস্টেম।
- **অনলাইন সিআইবি সিস্টেম ঃ** সফট্ওয়্যারটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কিত খাতওয়ারী তথ্য সংরক্ষণ, ঋণ বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় রিপোটিং ও এ্যানালাইসিস সম্পর্কিত ইনফরমেশন সিস্টেম।
- **NPSB Reporting Tools:** এ Reporting Tools এর মাধ্যমে NPSB এর দৈনন্দিন লেনদেন যা ATM ও POS -এ সংগঠিত হয়, তার নিষ্পত্তিকরণ, Dispute সংক্রান্ত লেনদেনের বিশ্লেষণ এবং Historical Analysis করা হয়।
- **Bangladesh Automated Clearing House (BACH) & BEFTN :** BACH এর মাধ্যমে দেশব্যাপী সকল ব্যাংকের আন্তঃব্যাংক চেক ক্লিয়ারিং করা হয়। উক্ত ব্যবস্থায় High Value ও Regular Value নামে দুইটি Cycle দৈনন্দিন ভিত্তিতে ক্লিয়ারিং করা হয়। Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN) এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার হয়ে থাকে যাতে T+1 ভিত্তিতে সকল Fund Transfer Instruction কার্যকর হয়। উক্ত BACH/ BEFTN এর নেটওয়ার্ক /সার্ভার সংক্রান্ত সাপোর্ট এবং বর্তমানে BACH আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন চলমান রয়েছে এবং আইসিটি বিভাগ কর্তৃক যাবতীয় টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে ।
- **e-Refinance System:** এসএমই, কৃষি, গ্রীন ব্যাংকিং, গৃহায়ণ, পুনঃনবায়ন যোগ্য শক্তি, ১০ টাকা হিসাব, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত রিফাইন্যান্স বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্টিং ও এ্যানালাইসিস ও মনিটিরিং সম্পর্কিত ইনফরমেশন সিস্টেম।

**৬০ হাজার কোটি টাকার স্টিমুলাস প্যাকেজ এর ড্যাশবোর্ডঃ** বর্তমান গভর্নর প্রণীত ৬০ হাজার কোটি টাকার ১৫টি রিফাইন্যান্স ও প্রি- রিফাইন্যান্স স্কিম এর সমন্বয়ে স্টিমুলাস প্যাকেজ এর এ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং, অর্থ ছাড়করণ মনিটরিং, অর্থায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ইত্যাদি এক নজরে প্রদর্শনের জন্য e-Refinance System এর আওতায় ড্যাশবোর্ডটি উন্নয়ন করা হচ্ছে।

- **National Payment Switch Bangladesh (NPSB)ঃ** এই সিষ্টেমের মাধ্যমে দেশের সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্ভব হয়েছে । ইতোমধ্যেই আন্তঃব্যাংক ATM ও POS লেনদেন নির্বিঘ্নে (২৪/৭) সংঘটিত হচ্ছে। শীঘ্রই ইন্টারনেট ব্যাংকিংসহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা NPSB এর আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইসিটি বিভাগ কর্তৃক উক্ত প্যাকেজের সকল টেকনিক্যাল সাপোর্ট এবং নতুন ব্যাংক ও নতুন ট্রানজেকশনের জন্য সদস্য ব্যংকসমূহকে টেষ্টিং সম্পন্নকরতঃ Certification করানো হচ্ছে।
- **Real Time Gross Settlement (RTGS):** দেশের রিটেইল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করার পর উচ্চ অংকের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন সহজতর ও দ্রুত করার উদ্দেশ্যে Real Time Gross Settlement (RTGS) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে হাই ভ্যালু আন্তঃব্যাংক পেমেন্ট Real Time ভিত্তিতে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। উচ্চমূল্যের দেশীয় মুদ্রা ভিত্তিক লেনদেনসহ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস এবং বৈদেশিক মুদ্রা ভিত্তিক লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। RTGS এর টেকনিক্যাল সাপোর্ট আইসিটি বিভাগ কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে।
- **ইন্ট্রানেট সিস্টেম:** বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্ট্রানেট হলো একটি শক্তিশালী নলেজবেজড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, যা সঠিক সময়ে সঠিক মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়ে ব্যাংকের সার্বিক উৎপাদনশীলতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি বাড়াতে সাহায্য করে। এটি অনলাইন উৎস থেকে অর্থনৈতিক খবর এবং গ্রাফ ও চার্টের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির রিয়েল-টাইম চিত্র প্রদর্শন করার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক চার্ট, ফোন ইনডেক্স ও বিভিন্ন প্রকাশনা দেখার সুবিধা দেয়, এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ছুটি, মিটিং রুম বুকিং, পরিবহন রিকুইজিশন এবং বিভিন্ন ডিজিটাল ফরম পূরণের মতো দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজগুলো অনলাইনেই দ্রুত সম্পন্ন করতে পারেন। এছাড়াও, লাইব্রেরি ও লিগ্যাল মনিটরিংয়ের মতো ইন-হাউস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সর্বোপরি, সিস্টেমটি SAP ERP এবং কো-অপারেটিভ ব্যাংকিং সিস্টেমের সাথে সমন্বিত থাকায় কর্মীরা তাদের ব্যক্তিগত দাপ্তরিক তথ্য, পদোন্নতি, ছুটি, ঋণ, ট্যাক্সের প্রাথমিক কার্যক্রম এবং কো-অপারেটিভ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স স্টেটমেন্ট সরাসরি ইন্ট্রানেট থেকেই দেখতে পারেন। ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট প্রতিনিয়ত ম্যানুয়াল সিস্টেমকে ডিজিটাল ইনোভেশনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করেছে।
- **Banking Inspection System (BIS):** Banking Inspection System (BIS) বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন ও তদারকি কার্যক্রমকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ও সুসংগঠিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম, আর্থিক অবস্থা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রক পরিপালনসংক্রান্ত তথ্য পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা হয়। পরিদর্শন কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ, অনিয়ম শনাক্তকরণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে এ ব্যবস্থা সহায়তা করে। সংরক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকের ঝুঁকি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক তদারকি, Risk-Based Supervision এবং ব্যাংকিং খাতের সুশাসন আরও শক্তিশালী করেছে।
- **Risk-Based Supervision (RBS) System:** ব্যাংকিং খাতের কার্যকর, সময়োপযোগী ও ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Risk-Based Supervision (RBS) System উন্নয়ন করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ব্যাংক ও অন্যান্য তদারকযোগ্য প্রতিষ্ঠানের structured ও unstructured বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সমন্বিতভাবে ব্যবস্থাপনা করা। কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত তথ্যের ওপর ডেটা অ্যানালিটিক্স, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও বিভিন্ন বিশ্লেষণ প্রয়োগের

মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি, প্রবণতা, অসঙ্গতি ও সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হবে। এর ফলে সুপারভাইজাররা তথ্যনির্ভর (data-driven), proactive এবং risk-focused সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন এবং উদীয়মান ঝুঁকি প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় supervisory action গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

- **CAMELS Rating System:** বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং তদারকি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সামগ্রিক আর্থিক সক্ষমতা ও কার্যক্রম মূল্যায়ন করে রেটিং প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থায় মূলধন পর্যাপ্ততা (Capital Adequacy), সম্পদের গুণগত মান (Asset Quality), ব্যবস্থাপনার দক্ষতা (Management Quality), আয় ও মুনাফা (Earnings), তারল্য (Liquidity) এবং বাজারঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা (Sensitivity to Market Risk)—এই ছয়টি প্রধান সূচক বিবেচনা করা হয়। CAMELS রেটিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক দুর্বলতা, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং উন্নতির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি (Risk-Based Supervision), নিয়ন্ত্রক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যাংকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ আরও কার্যকর করতে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে, CAMELS Rating System ব্যাংকিং খাতের আর্থিক স্থিতিশীলতা, সুশাসন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
- **কর্পোরেট মেমোরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMMS) ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থা, যেখানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো কর্মীর পূর্ববর্তী অনিয়ম, জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা শাস্তিমূলক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস যাচাই করা সম্ভব হয়। ফলে কোনো কর্মীকে নিয়োগের পূর্বে তার পূর্ববর্তী কর্মজীবনের ঝুঁকি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক যাচাই করা যায়। এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঝুঁকিপূর্ণ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিকে নিয়োগের সম্ভাবনা কমাতে পারে। সামগ্রিকভাবে, CMMS ব্যাংকিং খাতে সুশাসন, সততা, কর্মী যাচাই এবং জালিয়াতি ও আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও, CIMS, ESF Loan Monitoring and Management System, Loan Classification and Provisioning System ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সিস্টেম ও সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যাংকিং সুপারভিশন কার্যক্রমকে সুচারুভাবে পরিচালনা করা যায়।

- **লার্জ লোন ইনফরমেশন মনিটরিং সিষ্টেম ঃ** ব্যাংকিং খাতে বৃহৎ অঙ্কের ঋণ ও ঋণগ্রহীতাদের সামগ্রিক ক্রেডিট এক্সপোজার পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম। এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের বৃহৎ ঋণ, ঋণগ্রহীতার মোট ঋণদায় এবং ব্যাংকভিত্তিক এক্সপোজারের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। একই ঋণগ্রহীতার বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ এবং credit concentration risk শনাক্ত করতে এ ব্যবস্থা সহায়তা করে। বৃহৎ ঋণ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক নির্দেশনা পরিপালন এবং সম্ভাব্য ঋণঝুঁকি পর্যবেক্ষণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিকভাবে এ ব্যবস্থা ঋণঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, concentration risk ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংকিং খাতের আর্থিক স্থিতিশীলতা জোরদারে সহায়ক।
- **নিরাময় মেডিকেল ইনফরমেশন সিস্টেম ঃ** মেডিকেল ইনফরমেশন সিষ্টেম সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেডিকেল সুবিধার আওতায় চিকিৎসকদের দেয়া প্রেসক্রিপশন প্রদান, ওষুধের মজুদ হালনাগাদ, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তালিকাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক চিকিৎসাকেন্দ্রের সার্বিক কাজ উক্ত সফট্ওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিস্টেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি) এ সফট্ওয়্যারটি ব্যবহার করছে।

- **ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ই-ডেস্ক সিস্টেমঃ** বিভিন্ন বিভাগ/শাখা অফিস বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত চিঠি-পত্র ইনওয়ার্ড এবং প্রেরিত চিঠিপত্রের আউটওয়ার্ড নম্বর প্রদান, চিঠি পত্রের স্ট্যাটাস, অনিস্পন্ন চিঠি-পত্রের বিবরণী ইত্যাদি বিষয় ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হচ্ছে। ই-ডেস্ক সিস্টেম বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি আধুনিক ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা ও দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নথি প্রস্তুতকরণ, উপস্থাপন, পর্যালোচনা, অনুমোদন, প্রেরণ ও সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করা যায়।
- **ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (ISS)ঃ** এ সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর লক্ষ্যে সফট্ওয়্যারটি ডেভেলপ করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে ব্যাংক/শাখা সমূহের সুপারভিশন সম্পর্কিত তথ্য টেমপ্লেট অনুযায়ী আপলোড করে। ফলে এ সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে আলোচ্য তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা ভিত্তিক সুপারভিশন সম্পর্কিত তথ্য যথা-ক্যাপিটাল, এসেটস/লায়াবিলিটিজ, কল মানি, নস্ট্রো ব্যালেন্স, ফরেক্স হোল্ডিং, অফ ব্যালেন্স শিট এক্সপোজার যেমনঃ IBP, FPB, PG, OG ইত্যাদি সম্পর্কে নিমিষেই জানা যায়। সফট্ওয়্যারটিতে রয়েছে একটি অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ ড্যাশবোর্ড।
- **ইসলামী বন্ড ট্রেডিং সিস্টেমঃ** অনলাইন ইসলামিক বন্ড অকশনের জন্য উন্নয়নকৃত সফট্ওয়্যার যা এপ্লিকেশন করা থেকে রেজাল্ট প্রণয়ন, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরন এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্টিং ও এ্যানালাইসিস সম্পন্ন করা হয়। সিস্টেমটি ERP ও CBS এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড।
- **Electronic Dealing System:** ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আন্ত:ব্যাংক কলমানি লেনদেন সম্পর্কিত মনিটরিং ও রিপোর্টিং সফট্ওয়্যার।
- **EDW সম্পর্কিত ইন্টেলিজেন্ট ওয়েব পোর্টালঃ** এই ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যারহাউজ সংশ্লিষ্ট সকল আরআইটির (RIT) মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ আপলোড করছে।
- **go-AML System :** মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ এবং সন্দেহজনক লেনদেন এর তথ্য, রিপোর্টিং এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এ্যানালাইসিস সম্পর্কিত সিস্টেম। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম সংক্রান্ত এমআইএস সফট্ওয়্যার।
- **Bangladesh Bank Core Banking Solution:** বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে Core Banking System তৈরি করেছে এবং এর সফল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত সিবিএস এ নিম্নোক্ত মডিউল সমূহ রয়েছে।
- Bangladesh Bank Core Banking System (BBCBS): সরকারের হিসাবসমূহের লেনদেন, ব্যাংকসমূহের চলতি হিসাবসহ সকল আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- Financial Market Infrastructure System: এই সিষ্টেমের মাধ্যমে অথোরাইজড ডিলার ব্যাংকের শাখাসমূহ বন্ড, বিল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এই সফটওয়ারের পৃথক একটি মডিউলের মাধ্যমে শরিয়াহভিত্তিক সরকারি সিকিউরিটিজ (Sukuk) এর ক্রয় বিক্রয়, মালিকানা বদল ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- Foreign Exchange Market System: এই সিষ্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন এবং রেমিট্যান্স রিপোর্টিং সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- Cheque Truncation System (CTS): এই সিষ্টেমের মাধ্যমে সরকারি সকল চেক ক্লিয়ারিং করা হয়।
- Treasury Management System (TMS): এই সিষ্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সকল Foreign Payment, Project Mangement, Foreign Fund, Foreign Investment হিসাবায়ন করা হয়ে থাকে।

- **ক্রেডিট ইনফরমেশন সিস্টেম (CIS) , মাইক্রোফাইন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (MFCIB):** বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন সিস্টেম (CIS) দেশের তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (FC) হতে ঋণ ও বিনিয়োগসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে এবং অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন ক্রেডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করে।

মাইক্রোফাইন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (MFCIB) মাইক্রোক্রেডিট ও মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং বর্তমানে এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

উভয় সিস্টেমকে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) পোর্টাল এর সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহকের পরিচয় দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে যাচাই করা যায়। যার মাধ্যমে গ্রাহক শনাক্তকরণ, তথ্যের নির্ভুলতা এবং সঠিক ঋণগ্রহীতার সঙ্গে ঋণসংক্রান্ত তথ্যের সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে।

ভবিষ্যতে CIS ও MFCIB-কে একটি সমন্বিত ক্রেডিট ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্মে একীভূত করা হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে অনুমোদিত ব্যাংক , আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যাংকিং ও মাইক্রোক্রেডিট–উভয় খাতের সমন্বিত ঋণ এক্সপোজার সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারবে। এর ফলে কর্পোরেট, রিটেইল, ন্যানো ও মাইক্রোক্রেডিটসহ বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান ও ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর ক্রেডিট মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

উদ্যোগটি ঋণঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদার, একাধিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ ও অতিরিক্ত ঋণগ্রস্ততা হ্রাস এবং প্রতারণাজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সহায়ক হবে। একই সঙ্গে এটি তথ্যনির্ভর ঋণ সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক ও তদারকি কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করবে। সামগ্রিকভাবে, এ উদ্যোগ বাংলাদেশে একটি নিরাপদ, সমন্বিত ও তথ্যনির্ভর জাতীয় ক্রেডিট ইনফরমেশন ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

- **লিগ্যাল এ্যাকশন মনিটরিং সিস্টেম ঃ** আইন বিভাগের জন্য এই সফট্ওয়্যারটি তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হলে তার তথ্য এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায়। কোর্ট কেসের সর্বশেষ অবস্থা, আপীল, শুনানী, কেসের সাথে সম্পৃক্ত আইনজীবীদের বিল ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম এ সিষ্টেমের মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সফট্ওয়্যারটি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনে Install করা হয়েছে।

**নিরাপদ ডিজিটাল ব্যাংকিং: বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি পলিসি ও ইনোভেশনঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থিক খাতে সার্বিক ডিজিটাল রূপান্তর, তথ্যের নিরাপত্তা এবং আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করতে একগুচ্ছ আইটি পলিসি, গাইডলাইন এবং সিকিউরিটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করেছে। আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় ও উদ্ভাবনী গ্রাহকসেবা নিশ্চিতে এসব নীতিমালা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

- ICT Security Guideline: আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ঝুঁকি হ্রাস এবং ডেটা সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা।
- Cloud Computing Guideline: ক্লাউড প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে নীতিমালা ও ডেটা প্রাইভেসি ফ্রেমওয়ার্ক।
- Cyber Security Framework: সাইবার হামলা প্রতিরোধ, তাৎক্ষণিক শনাক্তকরণ এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার (Incident Response) নিশ্চিতকরণ।
- Core Banking Solution Features and Control Guidelines for Banks : সিবিএস এর মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিচালনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদার ও গ্রাহকসেবার মান উন্নত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা।

- Core Business Solution Features and Control Guidelines for FCs: আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লেনদেন পরিচালনা, ঝুঁকি হ্রাস, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গ্রাহকসেবার মান উন্নত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা।
- Fintech & Digital Banking Guidelines: ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল লেনদেন, ডিজিটাল অনবোর্ডিং (e-KYC) এবং নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক প্ল্যাটফর্ম পরিচালনার নীতিমালা।

এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন পলিসি, প্রসিডিউর ও ফ্রেমওয়ার্ক।

- **ICT Policy, Guidelines, Framework নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও করণীয়ঃ**

উন্নয়নাধীন সিস্টেম, ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি ভাবনা, সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার রেজিলিয়েন্স, ওপেন ব্যাংকিং ও ক্যাশলেস বাংলাদেশের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ করণীয়গুলো একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- AI & Machine Learning Governance Framework: আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধ, ক্রেডিট স্কোরিং ও স্বয়ংক্রিয় সেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার।
- Advanced Cyber Resilience Architecture: সাইবার হুমকি মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও রিয়েল-টাইম থ্রেট ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম।
- Central Bank Digital Currency (CBDC): ডিজিটাল অর্থনীতির সাথে তাল মেলাতে নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রার সম্ভাবনা ও অবকাঠামোগত প্রস্তুতি।
- Open Banking & API Governance Policy: সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ব্যাংক ও ফিনটেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সেবা বিনিময়ের ইকোসিস্টেম।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বাস করে-একটি শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামোই আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার, উদ্ভাবন ও শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তার সমন্বয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থিক খাতকে আরও আধুনিক, নিরাপদ, স্বচ্ছ ও দক্ষ করে তুলছে। প্রযুক্তিনির্ভর তদারকি, ডিজিটাল পেমেন্ট ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গড়ে উঠছে একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পলিসি ও ফ্রেমওয়ার্ক হালনাগাদের মাধ্যমে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল লেনদেন নিশ্চিত করে উদ্ভাবন ও নিরাপত্তার সুষম সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্মার্ট ও ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ে তোলাই আমাদের নিরন্তর অঙ্গীকার।

বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন